

তওবা, মোনাজাত এবং বাংলাদেশের বন্যা!

সাজিদ কামরান মির্জা

জুলাই ২৮, ২০০৪

এই অব গায়েরী ফায়েরী মোনাজাত বাদ দিয়ে শীশের মন্তু মুমে অবাই যদি গ্রামে গিয়ে নদী-খাদ-বিনের গভীরতা কয়েক ফুট বাজানোর কল্পে কোদান আর টুকরি নিয়ে নেমে দঃশো শাহনে ড্রিষ্ণৎ এ বন্যার ধ্রুকাপ থেকে রেহাই দাওয়া যেত আর মাশ আশমানে আল্লাহ মিয়াত্ত আমাদের দেশী বান্দাদের দিকে শাকিয়ে গায়েরী ডাঃময় বদশেন -- “উয়েদে ডান মাই বয়েজ এন্ড গার্দম” (মরি, আল্লাহ আবার আরবী ছাড়া অন্য কোনো ডাঃময় বাঃচিশ করেন কি? শুক্বা শুক্বা এফি বদদাম! মদাদাদী ডাইরা আমাকে মাফ করে দেবেন এবারকার মত)।

বাংলাদেশের ভয়াবহ বন্যা এবং অভাগা মানুষের দুর্দশা নিয়ে নির্মল কৌতুক করার আমার কোন ইচ্ছে নেই। তবুও সম্প্রতি বাংলাদেশের জনপ্রিয় পত্রিকা ইনকিলাবের একটি তাঁজা খবর পড়ে আমার চোঁখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। জুলাই ২৩, ২০০৪ ইনকিলাবের “ইসলামিক জীবন” বিভাগের একটি খবর ছিল নিম্নরূপঃ

“ভয়াবহ বন্যা থেকে পরিত্রানে তওবা ও মোনাজাত। সারাদেশ আজ ভাসছে বন্যার অনাকাঙ্ক্ষিত পানিতে। এ বন্যা নতুন কিছু নয়। হাজার হাজার বছর পূর্ব থেকেই পৃথিবীতে বন্যার ইতিহাস সংরক্ষিত রয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) এর যুগে মহা প্লাবনের কথা কোরানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। মানুষের পাপের শাস্তিস্বরূপ বন্যা-বাল্লা দুনিয়াতে আল্লাহ পাঠায়। এটি একটি খোদায়ী গজব মাত্র। পাশ্চাত্যের অমুসলিম কাফেরদের মুখে উচ্চারিত পরিভাষাগুলো মুখস্ত করে আমাদের মুসলিম দেশগুলোর মিডিয়া কর্তৃপক্ষ বন্যা নামক খোদায়ী গজবকে ‘প্রকৃতিক দুর্যোগ’ আখ্যায়িত করে এবং এর মোকাবেলার চেষ্টা করে থাকে। মুসলমানদের ভেবে দেখা দরকার, আমাদের জীবন-মরণের নিয়ন্ত্রন যেমন আল্লাহর হাতে, তেমনি বন্যাসহ যে কোন অনিষ্টকর বিষয়ের নিয়ন্ত্রন ও তাঁরই হাতে। যেসব বিষয়ের নিয়ন্ত্রন আল্লাহর হাতে থাকে তা’ মোকাবেলা করার সাধ্য আছে কার? সুতরাং আল্লাহতায়ালার অসীম শক্তির প্রতিপক্ষ না সেজে আল্লাহর প্রতি বিনম্রতা, নিজের অপরাধ, ক্রটি ও নাফরমানী স্বীকার করার মধ্যেই কল্যান এবং মুক্তি নিহিত রয়েছে। সুতরাং হে মুসলমানরা! আসুন, আল্লাহতায়ালাকে সর্বশক্তির অধিকারী জ্ঞান করে বন্যাসহ সমস্ত আযাব-গযব থেকে তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। এটাই হবে বন্যা থেকে পরিত্রানের সর্বোৎকৃষ্ট পছা। বন্যার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বেশী বেশী করে আমাদের আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। কেননা এ বন্যা আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পরিশুদ্ধির জন্য পরিক্ষাস্বরূপ।”

উপরের এই বন্যা-নিয়ন্ত্রনের মোক্ষম ‘প্রেসক্রিপসন’টি দিয়েছেন ইন কিলাবের এক ইসলামি লেখক হায়াত মাহমুদ জাকির নামক এক জ্ঞানীশুনি বুজর্গ আর কামেল বাঙ্গালী।

এদিকে এইসব বুজর্গ ইসলামিষ্টদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন আল্লাহর দেওয়া এই বন্যা আবার অনেক মঙ্গল বয়ে আনে মুসলমানদের জন্য। সোবাহানালাহ! আল্লাহর কি কুদরত!

আমার একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ এখানে অতি জরুরী। ইনকিলাবের মাওলানার ফাতোয়ায় আমার ১৯৮৮ এর বন্যার ঘটনা মনে এসে গেল। পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে

৮৮সনের সেই ভয়াবহ বন্যার কথা! আমি তখন ঢাকার বনানীতে কামাল আতাতুর্ক এভিনিয়তে বাস করছিলাম। সারা জুলাই-আগস্ট মাসে পানি বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত আগস্টের শেষ দিকে এসে প্রায় সারা বাংলাদেশ বন্যার পানিতে ভেসে যায়। আমার স্পষ্ট মনে আছে আগস্টের ৩১ তারিখ আমার বনানীর বাড়ির গেটে, অর্থাৎ রাস্তা ডুবে যায়; কিন্তু গেটের ভেতরে তখন ও পানি ঢুকে নাই। ড্রাইভার আমাকে জানালো, কাল হয়তোবা আর গাড়ি বের করা যাবে না। রিকশা নিয়েই অফিসে যেতে হবে।

তখন বাংলাদেশের অবিছত্র কর্নধার ছিলেন ইসলামের আর এক সেবক জেনারেল এরশাদ। সন্ধ্যার TV তে খবর এল—প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদের হুকুমে আজ রাত ন’টা থেকে ভোর সকাল ৭টা পর্যন্ত সারা দেশের মাওলানা-মুসুল্লিগন গায়েবী মোনাজাত করবেন আল্লাহর কাছে কাঁদা-কাটি করবেন যাতে বন্যার পানি কমে যায়। ঠিক ন’টায় TV তে দেখা গেল বায়তুল মোকারমের খাতিব (যিনি তখন দেশের চীফ মাওলানা ছিলেন) আকাশের দিকে দুইহাত তুলে চোঁখ বন্ধ করে কাঁদ কাঁদ মুখে মোনাজাত শুরু করেছেন সামনে কিছু পাতি মাওলানাও একই ভাবে হাত তুলে কাঁদছেন। ঘোষণা আসল, সারা রাত ধরে এই মোনাজাত চলবে, এবং দেশের সকল মুমিন মুসলমানদের কে অনুরোধ করা হল তারা যেন যার যার ঘরে নামাজে বসে এই মোনাজাতে শরীক হন। যেই হুকুম সেই কাজ! চলল সারারাত ধরে গায়েবী গণ-মোনাজাত। আমি ভাবলাম এইবার হয়তোবা পানি কিছুটা কমবে। বিশ্বাস করুন সম্মানিত পাঠকগন। একটুও বাড়িয়ে বলছি না। পরেরদিন সেপ্টেম্বরের পহেলা তারিখ সকাল বেলায় কাগজের বড় বড় হেডিং পড়ে আমি থ’মেরে গেছি। কাগজের হেডিং ছিল এরূপঃ ‘গায়েবী মোনাজাতের চোঁটে দুইফুট পানি আরও বেড়ে গেল’! আমার ড্রাইবার এসে তার দু’পাটি দাঁত বের করে বলল—‘স্যার পানি গেটের ভেতরে ঢুকে গেছে’।

তাইত ভাবছিলাম, এই অভাগা দেশের লোকরা প্রকৃত শিক্ষিত হবে কবে? কবে তারা ঠিক বুঝতে পারবে যে বন্যার পানি কখনো আল্লাহর হুকুমে চলে না; পানি চলে কাফের বিজ্ঞানী নিউটনিয়ান আইনে অর্থাৎ উঁচু জায়গা থেকে নীচের দিকে যাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে।

আরও কিছু চমকপ্রদ খবর হল—অন্ধ মাওলানারা দেশের মসজিদে মসজিদে বলে বেড়াচ্ছে যে দেশের মানুষ নাকি অনেক পাপ করেছে তাই পরম দয়ালু আল্লাহতায়াল্লা বাংলাদেশের পাপীদেরকে পানিতে ডুবাবে। আওয়ামীদের আমলে বন্যা হলে এইসব জামাতি পাতি মাওলানারা বলে বেড়াত যে আওয়ামীরা ভাল মুসলমান নয়, তারা কাফের এবং ভারতের দালাল। তাই আল্লাহ বন্যা নামক গায়েবী আর আসমানী শাস্তি দিচ্ছে। এইবার তারা সরকারকে দোষ না দিয়ে সরাসরি দেশের গরীব ও নির্দোষ মানুষের দোষ দিচ্ছে; তারা নাকি অনেক পাপ করেছে আর প্রতিনিয়ত করছে, তাই আল্লাহতায়াল্লা এ’সব বালা-মুসিবত আমাদের ঘাড়ে ফেলে দিচ্ছেন পায়কারী হারে। তাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে—ঢাকার ‘পশ’ এলাকার (গুলশান-বনানী-ধানমন্ডি-বারিধারা) বাঙ্গালীরা মুমিন মুসলমান তাই তারা পানিতে ডুবছে না। আর দেশের কোটি কোটি গরীব, যারা সারাদিন হাঁড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে দু’বেলা ঠিক মত খেতেও পায় না, তাই সব পাপী এবং বন্যার পানিতে তাই ভাসছে। আল্লাহর বিচার বুঝা বিষম দায়!

বাংলাদেশের “সুশিক্ষিতা” প্রধান মন্ত্রী সবচেয়ে মূল্যবান কথা বলেছেন এই বন্যার ব্যাপারে। তিনি বলেছেন—“বন্যা দেশের জন্য অনেক মঙ্গল বয়ে আনে”। এটা মনে হচ্ছে “গরু মেরে জুতো দান” করার মত কথা! যে দেশের প্রধান মন্ত্রী এরূপ গর্ধ্বী কথা বলতে পারে; যে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলতে পারে সন্ত্রাসীর গুলিতে নিহত ছেলের পিতাকে যে, “আল্লাহর মাল আল্লাহ নিয়ে গেছে, মানুষের কিছুই করার নেই” সেদেশের মোল্লারা আর এরচেয়ে ভাল কি আর বলবে?

বাঙ্গালী মুসলমানরা এত বেশী গুনাহ করেছে যে আল্লাহতায়াল্লা মাবুদ রাগের চোঁটে দেশের

অনেক মসজিদও (নিজের ঘর) ডুবিয়ে দিয়েছেন এই বন্যায়। তাইত পত্রিকাতে দেখা গেল বাঙ্গালী মুমিনগন তাদের নৌকাতে বসে নামাজ আদায় করছে। বাঙ্গালী মুসলমানরা আল্লাহকে খুব বেশী চটিয়ে দিয়েছে কিনা? তাই তো মসজিদে বসে নিরাপদে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা থেকে আল্লাহ লাখে লাখে মুসলমানদের বঞ্চিত করলেন! ‘স্ট্রেঞ্জ’ আল্লাহই বটে। আরেকটা ব্যাপার মনে এলো আমার। আমরা বাঙালীরা হেঁদোদের ভাষায় অহর্নিশি কথা বলি কিনা শয়নে - স্বপনে - জাগরণে – তাই আল্লাহ আমাদের ওপর ভীষণ নারাজ। ইফ্লেলাবের মুসলমান লেখক জনাব হায়াত মাহমুদ জাকির এই বাৎটা বেমালুম ভুলে বসে আছেন। যাই হোক, ইসলামিস্টদের ‘আইডিয়া’ দেবার ভার তো আল্লাহ আমাদের সেকুলারিস্টদের কাঁধে ন্যাস্ত করেছেন। সেই কর্তব্যটা না হয় আবার পালন করলাম!! আর কিছু না হোক, সোয়াব তো পাব? কি বলেন সদালাপী ভাইরা আমার?

প্রার্থনা সব সময়েই ফেল মারে!

সারা বিশ্বে প্রার্থনা করে কেউ কিছু পেয়েছে কিনা তা আমার জানা নেই। তবে মাঝে মাঝে ‘ঠাড়া পরে বগা মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে’ স্বরূপ কিছু ক্ষেত্রে পজিটিভ ফল হয় আসলে অন্য কারণে, কিন্তু বিশ্বাসীরা সেই সুফলকে আল্লাহর কেরামতি বলে চালিয়ে যায়, আর পীর-ফকিরের তাবিজ এবং পানিপড়ার ব্যবসা বেশ ভালই চলে। বছর কয়েক আগে জর্ডানের রাজা যখন Cancer আক্রান্ত হয়ে আমেরিকা এসে আধুনিক চিকিৎসা করেও কোন কিনার না হওয়ায় জর্ডানে ফিরে মৃত্যুর প্রহর গুনছিল, তখন জর্ডানের কিছু মোল্লা আল্লাহর কাছে গায়েবী মোনাজাত শুরু করে। সারা দেশের জর্ডানী মোল্লা এবং সাধারণ জনতা(মহিলা এবং পুরুষ) উপরের দিকে দু’হাত তুলে আল্লাহর কাছে করুন সুরে প্রার্থনা শুরু করে রাজার ক্যানসার মুক্তির জন্য। কিন্তু তাদের দোয়া এবং মোনাজাত বৃথাই গেল! তাতে কিছুই কাজে আসে নাই। ক্যানসারে আক্রান্ত রাজা ডাক্তারদের কথামত অক্লা পেয়েছে ঠিকই। এই মোনাজাত বা দোয়ার সুফলের Statistics নিলে দেখা যাবে পয়েন্ট ০.০০৫% ও পজিটিভ রেজাল্ট হয় কিনা সন্দেহ। তবুও বিশ্বের মুসলমানরাই কেবল এই গায়েবী দোয়া করে যাবে আর পেছনের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে, এবং বিশ্বের সকল কাফেরগন চলবে দ্রুত সামনের দিকে। এই দোয়ার অভিশাপ থেকে সম্ভবত মুমিন মুসলিমরা রেহাই পাবে না কখনো! কারণ মুসলিম জাতিটাই একটি দোয়া এবং মোনাজাতের জাতি কিনা? তাই!

এই গায়েবী মোনাজাত বা গন-মোনাজাতে যদি সত্যি কোন কাজ হত, তা’হলে চাইনিজ রা সবচেয়ে দ্রুত লাভবান হত। কারণ তাদের দেশে এক বিলিয়নের বেশী আদম-সন্তান আছে। এক বিলিয়নের বেশী মানুষ একযোগে দু’হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলে আল্লাহর আরশ শুধু কাপত না, ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেত। আল্লাহ “ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি” বলে তার রহমতের হাঁড়ি পুরোটাই ঢেলে দিত চাইনিজদের মাথার উপর। চাইনিজদের আর কোন কাজ করতে হত না। কি বলেন পাঠকগন?

ইসলাম মানুষকে মুক্ত-চিন্তা করার শক্তি লোপ পেতে অতিশয় সাহায্য করে। মানুষকে আল্লাহ-নির্ভর করে দেয়, অর্থাৎ পর-নির্ভর করে দেয়। তাই তাদের বন্ধ মস্তিষ্কে আর অন্য কোন চিন্তা থাকে না আল্লাহ নামক ‘আফিম’ ব্যতীত। তাই তারা বন্যা নামক প্রকৃতিক দুর্যোগেও আল্লাহ-মুখী হয়ে কাঁদা-কাটি ছাড়া আর কিছুই করার বুদ্ধি থাকে না। তাদের মাথায় সর্বদা পাপ, গুনা, বেহেস্ত-দোজখ এবং দোয়া-মোনাজাত এ’সব ক্রমান্বয়ে ঘুরপাক খেতেই থাকে। তাদের বন্ধ মাথায় বিজ্ঞানের সাহায্যে বন্যা-নিয়ন্ত্রনের কোন পরিকল্পনাই নেই। তাইত তারা গণ-মোনাজাত করে বন্যার পানি আরও বাড়িয়ে তুলে। এদুর্ভাগা মুসলিম জাতিকে নিয়ে দয়ালু আল্লাহ ও এক মহা বিপদে পড়েছেন। এই সব গায়েবী ফায়েবী মোনাজাত বাদ দিয়ে শীতের

মওসুমে সবাই যদি গ্রামে গিয়ে নদী-খাল-বিলের গভীরতা কয়েক ফুট বাড়ানোর কল্পে কোদাল আর টুকরি নিয়ে নেমে পড়তো তাহলে ভবিষৎ এ বন্যার প্রকোপ থেকে রেহাই পাওয়া যেত আর সাত আশমানে আল্লাহ মিয়াও আমাদের দেশী বান্দাদের দিকে তাকিয়ে গায়েবী ভাষায় বলতেন -- “ওয়েল ডান মাই বয়েজ এন্ড গার্লস” (সরি, আল্লাহ আবার আরবী ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় বাৎচিত করেন কি? তওবা তওবা একি বললাম! সদালাপী ভাইরা আমাকে মাফ করে দেবেন এবারকার মত)।